ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির একটি নিয়মিত প্রকাশনা

জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ সংখ্যা

# প্রান্তজন

## আইডিপি-র বার্ষিক পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

করোনাভাইরাস মহামারীর বহুমাত্রিক প্রভাব কাটাতে বিদ্যমান বৈষম্য মোকাবিলা এবং উন্নয়নের সুফল সবার জন্য নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি(আইডিপি)-র দুইদিন ব্যাপী বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা কর্মশালা গত ২৫-২৬শে জানুয়ারি বিসিডিএম, রাজেন্দ্রপুরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় কোভিড-১৯ জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমসহ ২০২০ সালের উন্নয়ন কার্যক্রমের অর্জন, প্রতিবন্ধকতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, ২০২১ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ এবং ব্র্যাক ২০২১-২০২৫ কর্মকৌশলের সঙ্গে আইডিপি-র সম্পৃক্ততা -এই তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উক্ত কর্মশালায় হাওর প্রকল্পের মাঠকর্মীসহ ৭৭জন ব্র্যাককর্মী অংশগ্রহণ করেন।

একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে- গত ৩রা ফেব্রুয়ারি ব্র্যাক লার্নিং সেন্টার, রাজশাহীতে সমতলের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত আইডিপি-র আইপি প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় আইডিপি-র আইপি প্রকল্পে কর্মরত মাঠকর্মীসহ ৩৩জন ব্র্যাককর্মী অংশগ্রহণ করেন।

'হাওর ও আদিবাসী' প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন সামাজিক ক্ষমতায়ন ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির পরিচালক আন্না মিন্‌জ। উল্লেখিত দুইটি কর্মশালাতেই তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং পরিবর্তিত বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রায় বাংলাদেশের লক্ষ্যসমূহকে বিবেচনায় রেখে প্রণীত ব্র্যাকের ২০২১-২০২৫ কর্মকৌশলের সঙ্গে আইডিপি-র সম্পৃক্ততা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দুইটি কর্মশালাতেই সকল অংশগ্রহণকারীদের প্রতি তিনি বলেন, 'সততা ও নিষ্ঠা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী মনোভাব, সার্বজনীনতা ও কার্যকারিতার মূল্যবোধ বজায় রেখে–ব্র্যাকের সামগ্রিক কর্মকৌশল বাস্তবায়নে ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির কর্মীবৃন্দ রাখতে পারেন উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা।' তিনি ২০২১ সালে প্রত্যেক আইডিপি কর্মীকে সৃজনশীল উপায়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চিতকরণের উপরে জোর দেন। সেইসঙ্গে গুরুত্ব দেন পরিবর্তনের প্রমাণগুলো যথাযথ ডকুমেন্টেশনের উপর।

সৃজনশীল উপায় অনুসরণ, ডিজিটালাইজেশন এবং সর্বোপরি কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে হাওর ও আইপি'র কর্মশালায় বিশেষ বক্তব্য রাখেন আইডিপি-র কর্মসূচি প্রধান শ্যাম সুন্দর সাহা। তিনি বলেন,'ব্যয়সাশ্রয়ী নতুন সমন্বিত উন্নয়ন মডেলের পাইলটিং ও কার্যকর প্রয়োগ, গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের স্থায়িত্বশীলতা অর্জনে সৃজনশীল উদ্যোগ, কোভিড-১৯ এর ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীদের অতি প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান, এবং কর্মএলাকার অতি দরিদ্র , দরিদ্র ও নতুন দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করতে হবে।'

# প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানবিক উন্নয়নে এগিয়ে চলেছে ব্র্যাক আইডিপি

ব্র্যাক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ফসল। এদেশের উন্নয়নের সহযাত্রী। এবছর আমরা বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছি। আর ব্র্যাক পালন করছে ৪৯ বছরের পথচলা। ২১ মার্চ রবিবার যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে উদযাপিত হলো ব্র্যাকের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং ব্র্যাক ডে। নতুন স্বাভাবিক নিয়মে সকল বিঘ্ন জয় করে এগিয়ে চলার শপথ নিল সকল ব্র্যাককর্মী।

২০২০ সাল ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির জন্যে ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় স্থানীয় প্রশাসন ও অন্যান্য অংশীদারদের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে কর্মএলাকার মানুষের পাশে দাঁড়ানো, ব্র্যাক প্রণীত ২০২১-২০২৫ কর্মকৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন স্বাভাবিক নিয়মে কার্যক্রমসমূহকে ঢেলে সাজানো এবং সমন্বিত উপায়ে অতি প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্যে নতুন কর্মএলাকা নির্ধারণ- একটি স্থবিরপ্রায় সময়েও কর্মসূচিকে উজ্জীবিত রেখেছে। আইডিপির অসীম সম্ভাবনাময় অংশগ্রহণকারীদের আর্থ-সামাজিক জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ব্র্যাকের 'অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি' কৌশলের আওতায় ২০২১-২০২২ সালে বাস্তবায়িত হবে উন্নয়ন কার্যক্রম। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২০২৫ সালেও ব্র্যাকের অন্যান্য কর্মসূচির সঙ্গে সৃজনশীল উপায়ে সমন্বিত উন্নয়নকল্পে এগিয়ে যাবে।

কোভিড-১৯ ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির কর্মএলাকার জনগণের জীবনে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে তা কাটিয়ে উঠতে গ্রহণ করা হয়েছে বিশেষ কিছু উদ্যোগ। এরমধ্যে প্রত্যন্ত হাওর এলাকা ও সমতলের আদিবাসী এলাকায় ব্যয়সাশ্রয়ী সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির মডেলের প্রসার, গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন(ভিডিও)-র স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা এবং কোভিড-১৯ এর ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে দরিদ্র, অতিদরিদ্র এবং নতুন দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ।

২০১২-১৩ সালে হাওরে ও সমতলের আদিবাসী এলাকায় গৃহীত সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ সময়ের পরিক্রমায় নতুন সাধারণ নিয়মে বদলে গেছে ধীরে ধীরে। কমিউনিটির জনগণের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিল রেখে গৃহীত হয়েছে মাইক্রোফাইন্যান্স প্লাস মডেল। এই মডেলের আওতায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত রেখে যার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, তাকেই অতি প্রয়োজনীয় সেবাটুকু প্রদান করা হবে। পরীক্ষামূলক এই নতুন মডেল বাস্তবায়নের শিখন কাজে লাগিয়ে অন্যান্য কর্মএলাকার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণে নতুন করে এগিয়ে যাবে ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি।

আইডিপি ফাইল ফটো

## নতুন কর্মএলাকায় সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির যাত্রা শুরু

ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি এরইমধ্যে হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার বানিয়াচং, আজমিরীগঞ্জ, দিরাই, ইটনা ও খালিয়াজুরি উপজেলায় ৩৩টি শাখা অফিসের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ব্র্যাকের নতুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সবচেয়ে অবহেলিত ও ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়কে বিশেষ করে হাওর ও উত্তরাঞ্চলের সমতলের আদিবাসী অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় জানুয়ারি ২০২১ সাল থেকে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা এবং কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার অবহেলিত ও ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নে অতি প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জেন্ডার সমতা এবং অতিদরিদ্র পরিবারসমূহের আর্থিক সচ্ছলতার পরিবর্তন আনয়নে তথা সামাজিক ক্ষমতায়নে নির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয়সাশ্রয়ী ও সমন্বিতভাবে শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট মূলধারার কর্মসূচির সাথে ইতিমধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা এবং কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় বর্তমান ব্র্যাকের বিভিন্ন বাস্তবায়িত কর্মসূচি যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা, ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, মাইক্রোফাইন্যান্স (দাবি), কৃষি ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা, মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ চলতি ত্রৈমাসিক থেকে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় ২টি এবং কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় ৩টি শাখা অফিসের মাধ্যমে উপজেলার সকল ইউনিয়নসমূহে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। উল্লেখ্য যে, ব্র্যাকের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে নঁওগা জেলার নিয়ামতপুর ও পরসা এবং দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলায় আদিবাসীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ২০২১ সাল থেকে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। বিদ্যমান পূর্ববর্তী উপজেলাসমূহে (হাওর ও আইপি ) মাইক্রোফিন্যান্স ও কমিউনিটির চাহিদাভিত্তিক অন্যান্য সেবাপ্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ইয়াসিনের মতো পরিবারগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শাল্লায় কাজ শুরু করেছে ব্র্যাক আইডিপি।

# হাওর উপজেলা শাল্লায় সমন্বিত সেবা প্রদান এখন সময়ের দাবি

শাল্লা উপজেলার আটগাঁ ইউনিয়নের সরমা গ্রামের বাসিন্দা ইয়াসিন। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮জন। শুধুমাত্র একজনের কায়িক পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করেই চলছে তার সংসার। খেয়ে না-খেয়ে কাটানো জীবন থেকে তিনি মুক্তি পেতে চান। মূল ভূখণ্ডের তুলনায় হাওরের দারিদ্র্যের রূপ বহুমুখী। কোনো একক উদ্যোগে এ অঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য দূর করার উপায় নেই। শাল্লা উপজেলার ইয়াসিনের পরিবারের মতো আরও অনেকে তাদের মুক্তির পথ এখনো জানেন না। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে, দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে সহযোগিতা করার জন্যে-এগিয়ে এসেছে ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি।

চলতি বছরে সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলায় কার্যক্রম শুরু করেছে ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি। বছরের শুরুতেই এ বিষয়ক একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। নতুন স্বাভাবিক নিয়মে সকল ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্থানীয় জনগণের চাহিদার নিরিখে এই উপজেলায় শুধুমাত্র অতি প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ সমন্বিত পদ্ধতিতে প্রদান করা হবে। বর্তমানে শাল্লা উপজেলায় কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসূচির অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের কাজ চলছে। পরবর্তীতের কমিউনিটির মতামতের ভিত্তিতেই শুধুমাত্র অতি প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ তাদের প্রদান করা হবে।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৪টি ইউনিয়নের অন্তর্গত ১২১টি গ্রাম নিয়ে গঠিত প্রত্যন্ত হাওর উপজেলা শাল্লার পরিবারের সংখ্যা ২০,২৯৯টি। নারী ও পুরুষের শিক্ষার হার গড়ে ৩৬ শতাংশ। অধিবাসীদের মধ্যে ৮৩.৯৯ শতাংশই কৃষিকাজে জড়িত। অ-কৃষিখাতে জড়িত রয়েছেন ৩.৫০ শতাংশ জনগণ, ৪.১৮ শতাংশ অধিবাসী নানান ধরণের ব্যবসায়ে নিয়োজিত রয়েছেন।

**মো. আবুল মনসুর চৌধুরী**
এলাকা উন্নয়ন সমন্বয়কারী, শাল্লা-২ অফিস, সুনামগঞ্জ

## আইডিপি নলেজ আপডেট ২০২১

জ্ঞানভিত্তিক চর্চার প্রসারে অর্জিত জ্ঞানের প্রচারের লক্ষ্যে- বছর জুড়ে নানান পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি। আইডিপি আর্কাইভে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভুত সমস্যা মোকাবিলায় গৃহিত সৃজনশীল উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বিস্তারিত নথিবদ্ধকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন জ্ঞানভিত্তিক নথি সংরক্ষণের কাজ চলছে। পাশাপাশি সম্প্রতি শেষ হওয়া 'হাওর ইম্প্যাক্ট স্টাডি ২০১৩-২০২০' প্রাপ্ত ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়সহ দেশি বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, বিভিন্ন সমমনা সংগঠন, হাওরের উন্নয়নকল্পে গঠিত বিভিন্ন জোটসমূহ ও গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরা ও ভবিষ্যতের রুপকল্প প্রণয়নে বড় আকারের ইভেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনা চলছে। হাওরে সমন্বিত উন্নয়নের গল্প ছড়িয়ে দেয়াই এর মূললক্ষ্য। এছাড়াও ইন্ডিজেনাস পিপলস্ প্রজেক্ট এর অর্জিত শিখনসমূহ নীতিনির্ধারণী মহলসহ সমমনা অংশীদারদের সঙ্গে শেয়ার করা হবে। নিয়মিত 'নলেজ ম্যাটেরিয়াল' প্রকাশনার পাশাপাশি মাঠের অর্জিত জ্ঞানসমূহ তুলে ধরতে মাঠ পর্যায়ে 'নলেজ হাব' তৈরির কাজ পরিচালিত হবে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায়।

# সালোমী টুডুর জয়যাত্রা

দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার গোলাপগঞ্জ ইউনিয়নের একটি গ্রাম জামালপুর। সেই জামালপুর গ্রামে সালোমী টুডু ও তার পরিবারের বসবাস। সালোমীর স্বামী লক্ষীরাম সরেন সংসারের ব্যাপারে উদাসীন। তাই সালোমী টুডুর ঘরে দিনরাত অশান্তি লেগেই থাকত। ঘরে দুই মেয়ে এক ছেলে । তবুও লক্ষীরামের যেন কোনো দায় নেই! তাই একদিন সালোমী টুডু তার স্বামীর কাছ থেকে সারাজীবনের জন্যে আলাদা হয়ে গেলেন।

আজ থেকে বছর ছয়েক আগের কথা। সালোমীর জীবনসঙ্গী পাশে নেই, আবাদ করে খাওয়ার মতো কোনো জমিজমাও নেই। সন্তানেরা নিতান্তই নাবালক। অন্যের জমি বর্গা খেটে, দিনমজুরি করে-সালোমী অতি কষ্টে দিনাতিপাত করছিলেন। ধানের সময় না হয় কোনো না-কোনোভাবে ভাতের জোগাড় হয়ে যায়। কিন্তু বছরের বাকি সময় চাল কিনে খাওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এমনি একসময়ে সালোমীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। যোগাযোগ হয় ব্র্যাক আইডিপি কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে। তারা তাকে কর্মসূচি সংগঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের সদস্যদের মাধ্যমে মনোনীত হয়ে সালোমী ব্র্যাক আইডিপি হতে গবাদি পশুর প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে ১১,২০০ টাকা দামের ১টি বকনা গরু তাকে সহায়তা হিসেবে দেওয়া হয়। সালোমী প্রশিক্ষণের শিক্ষা কাজে লাগিয়ে বকনা গরুটি লালনপালন করতে থাকেন। পাশাপাশি নিয়মিতভাবে তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সভায় যোগদানের মাধ্যমে সচেতনতামূলক বিভিন্ন বিষয় শুনে শুনে শিখে তা বাস্তবে কাজে লাগাতেন। । গরু লালনপালন করতে করতেই একসময় গাভীর দুইটি বাচ্চা বিক্রয় করে বাড়ি মেরামত করেন। এছাড়াও ব্র্যাকের উপবৃত্তি সহায়তা পেয়ে ছেলেমেয়েরা স্নাতক পর্যায়ে পড়ালেখা করেছে। । ছয় বছরের পথ পরিক্রমায় গাভীর বাচ্চা বিক্রয় করে সালোমী টুডু নিজের ছেলের বিয়ের খরচ জুগিয়েছেন, ১ বিঘা জমি বন্ধক নিয়েছেন, এমনকি ছেলের বউকে একটি সেলাইমেশিন কিনে দিয়েছেন।

সালোমীর জীবনের ইতিবাচক বদলে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে ব্র্যাক আইডিপি। তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। তাই সালোমী ব্র্যাকের যেকোনো উন্নয়ন কাজে সমাজের একজন অগ্রণী সদস্য হিসেবে সবসময় এগিয়ে আসেন। বর্তমানে তার লক্ষ্য হচ্ছে নিজের জন্য একটুকরো আবাদি জমি কেনা । নিজের নামে নেওয়া সেই জমি তিনি নিজের হাতে চাষাবাদ করবেন।

**সুমতি এক্কা**
কর্মসূচি সংগঠক, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর

# কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যবিধি মেনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ উদযাপিত

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও  কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৮ই মার্চ ২০২১ ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি (আইডিপি) কর্মএলাকার প্রতিটি উপজেলায় (বানিয়াচং ও আজমিরীগঞ্জ - হবিগঞ্জ, দিরাই ও শাল্লা - সুনামগঞ্জ, খালিয়াজুরী- নেত্রকোনা, ইটনা ও মিঠামইন- কিশোরগঞ্জ, পরশা ও নিয়ামতপুর-নঁওগা হাকিমপুর- দিনাজপুর) উপজেলা প্রশাসন, এর আয়োজনকৃত দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন ( ভিডিও) উন্নয়ন সহযোগী দল (ডিএসজি) এবং কিশোরী উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ক্লাব সদস্যদের সাথে নিয়ে সক্রিয় অংশগহণের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে কর্মসূচির মধ্যে ছিল মানববন্ধন, র‍্যালী ও  আলোচনা সভা। র‍্যালী শেষে উপজেলা পরিষদের মিলনায়তনে আলোচনা সভায়  অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানগণ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এনজিও প্রতিনিধিগণ। বক্তারা তাদের বক্তব্যে নারী অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং শোষণ বৈষম্যহীন সাম্য সমাজ গড়া এবং হাওর এলাকার নারীদের অবস্থা অবস্থানের উন্নয়নে সকলকে আরও এগিয়ে আসার আহবান জানান । এবারের প্রতিবাদ্য বিষয় হলো -'করোনাকালে নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব। '

ব্র্যাক সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সবার জন্য মর্যাদাপূর্ণ নিরাপদ কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে এবং নারীকর্মীদের পেশাগত অগ্রগতির অঙ্গিকার নিয়ে কাজ করছে । আন্তর্জাতিক নারী দিবস -২০২১ কে ঘিরে ব্র্যাকের নির্ধারিত প্রতিপাদ্য কর্ম নেতৃত্ব পরিবার, নারী- পুরুষের সমান অধিকার কে সামনে রেখে রেখে ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি "নারী নেতৃত্ব বিকাশে আমার ভূমিকা" শীর্ষক একটি গল্প লিখা প্রতিযোগীতার আয়োজন করে। এ প্রতিযোগীতার কর্মীরা তাঁদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে নারী নেতৃত্ব বিকাশে কি ভূমিকা রেখেছেন তা উল্লেখ করে গল্প লিখেন। উপজেলা থেকে নির্বাচত গল্পের মধ্য থেকে সেরা পাঁচ গল্প নির্বাচন করে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগের মধ্যে ছিল সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসুচির সকল নারীকর্মীদের নিয়ে অনলাইনে গুগল মিটের মাধ্যমে 'নারী নেতৃত্ব এবং অংশগ্রহণ' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে মাঠ পর্যায়ের নারীরা তাদের পারিবারিক ও কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ সহভাগীতা করেন। প্রথমেই শ্যাম সুন্দর সাহা, কর্মসূচি প্রধান, সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি- নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। অতিথি হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতা এবং নারী নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন ব্র্যাক জেন্ডার জাস্টিজ অ্যান্ড ডাইভারসিটি কর্মসূচির কর্মসূচি প্রধান সেলিনা আহমেদ এবং সর্বোপরি প্রধান আলোচক হিসেবে নেতৃত্ব উন্নয়নে কোন কোন বিষয়গুলির উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব দেয়া উচিত সে বিষয়ে আলোকপাত করেন আন্না মিন্জ, পরিচালক, সামাজিক ক্ষমতায়ন ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি, ব্র্যাক। তিনি একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ  প্রতিষ্ঠায় ব্র্যাকের উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাথে সংহতি রেখে নারী পুরুষ সকলের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ও সংবেদনশীল আচরণ চর্চায় একে অপরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং ন্যায্যতাভিত্তিক ও সমতার সমাজ গড়ার শপথ নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে যাবার আহবান জানান।

নারীর প্রতি ভোগবাদী এবং করুণার দৃষ্টিভঙ্গি অতি প্রাচীন এবং তা সমাজের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। এটি একদিনেই মিলিয়ে যাওয়ার মতো নয়। সমাজ থেকে নারীর প্রতি অপদৃষ্টি দূর করতে চাই দীর্ঘস্থায়ী ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া। তাহলেই প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় নারীর প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে।

**আনজু মান আরা বেগম**
ম্যানেজার, জেন্ডার সিইপি এইচআরএলএস, আইডিপি

# বিশেষ ব্যবস্থায় চলছে **শিশুদের** শিক্ষা কার্যক্রম

করোনাভাইরাস মহামারি প্রভাব কাটিয়ে নতুন স্বাভাবিক নিয়মে কাজ করছে আইডিপি। করোনার কারণে গত বছরের ১৭ মার্চ থেকে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি চলছে। ব্র্যাকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় উঠে এসেছে এরফলে দেশে বাল্যবিয়ের হার বেড়েছে। বাল্যবিয়ে রোধে এবং শিশুদের লেখাপড়ার চর্চা ধরে রাখতে অভিভাবকদের চাহিদা মোতাবেক আইডিপি-র শিক্ষকবৃন্দ বাড়ি বাড়ি গিয়ে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে মাস্ক পরে ছোটো দলে শিশুদের পড়িয়েছেন। মোবাইল ফোনে কথা বলে অভিভাবকদের সঙ্গে শিশুদের পড়ালেখার ফলোআপ করেছেন। আইডিপি-র বিদ্যমান ও নতুন কর্মএলাকায় মানসম্মত শিক্ষায় দুর্গম অঞ্চলের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে, একইসঙ্গে করোনাভাইরাস পরবর্তী পুনর্গঠন (২০২১-২০২২) এর অংশ হিসেবে- নতুন স্বাভাবিক নিয়মে চলবে আইডিপি-র শিক্ষা কার্যক্রম। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারের নীতিমালা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অনুসরণ করে আইডিপির নতুন কর্মএলাকা শাল্লা ও মিঠামইন উপজেলায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হবে। একইভাবে বিদ্যমান কর্মএলাকার ৯৬টি প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার বিষয়ে সময়োপোযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

# ছবির গল্প

হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার আলেমা বেগমের (৪৪ বছর) চার ছেলে দেশের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে। মাসে মাসে মাকে টাকা পাঠায়। মায়ের কোনো বিকাশ অ্যাকাউন্ট নেই তাই দূরের আত্মীয়দের ওয়ালেটে, কখনো বিকাশ এজেন্টের কাছে মা আলেমার জন্যে টাকা পাঠাতেন। আত্মীয়-স্বজনেরা সময় মতো ক্যাশ আউট করে টাকা দিতেন না। বিকাশ এজেন্টের কাছ থেকে টাকা নিলে যাতায়াত খরচ লাগে, আবার ক্যাশ আউট করতে গেলেও কিছু টাকা খরচ হয়ে যায়। সময়মতো ঋণের কিস্তিও শোধ করতে পারেন না, তথ্য গোপন থাকে না-এরকম নানা ধরনের ঝামেলা পোহাচ্ছিলেন আলেমা।

অবশেষে নিজের বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে নিয়ে আলেমা সেই সব ঝামেলার অবসান ঘটিয়েছেন। এখন আর নিজের টাকা অন্যের হাতে নয়- আলেমার নিজের হাতের মুঠোয়।

**ফাহমিদা হাসিন**
ডেপুটি ম্যানেজার, মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন,
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ, আইডিপি

# ছবির গল্প

গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন নেতা রহিমা এবার সবজিচাষে দারুণ সফলতা পেয়েছেন। তাই ফসলের সবুজ ছাপিয়ে গেছে তার মনকাড়া নিষ্পাপ হাসিতে।

নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুরি উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রাম থেকে ছবিটি পাঠিয়েছেন **মো. জালাল হোসেন**, প্রশিক্ষক, আইডিপি।

## ইটনা উপজেলার **রুকসানা** এখন স্বাবলম্বী

'এক সময় আমি ছিলাম দিনমজুরের স্ত্রী।' বললেন কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার রুকসানা বেগম। স্বামী মোখলেছুর পাশেই বসা। 'দিনমজুরির কাজ, ধান কাটা, মাটি কাটা, মাছ ধরা- যখন যে কাজ পাওয়া যায় আমরা সব করতাম। তবুও সংসারের অভাব কমে না। ছেলেমেয়েরা খিদের জ্বালায় কান্নাকাটি করত। মহাজনের কাছ থেকে প্রতিদিন কিস্তি দেওয়ার শর্তে টাকা ধার করেছি। কোনো কাজে লাগানোর আগেই সেই টাকা থেকেই সংসারের চাল-ডাল কিনতে হয়েছে, দৈনিক কিস্তি শোধ করতে হয়েছে। হাওর এলাকায় প্রায় দিনই আবহাওয়া খারাপ থাকে। দিনমজুরির কাজ কখনও পেতাম,কখনও পেতাম না। কিন্তু দৈনিক কিস্তি বন্ধ করার কোনো উপায় ছিল না। আমরা উভয় সংকটে পড়ে যাই। একসময় মনে হতো মৃত্যু ছাড়া এ থেকে মুক্তির বুঝি আর কোনো রাস্তা নাই।'

একদিন রুকসানার পরিচয় হয় প্রতিবেশী এক গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন (ভিডিও) সদস্যের সঙ্গে। তিনি রুকসানাকে আইডিপি-র ভিডিও-তে নিয়ে যান। সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে তিনি গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের সদস্য হন। পরে ভিলেজ অর্গানাইজেশন (ভিও)-র তালিকায় নাম লেখান। সবার সঙ্গে মিটিং করতে করতে রুকসানা ঋণ নেওয়া, পরিশোধ করা, আয় বাড়ানোর উপায় ইত্যাদি বিষয়ে কী করা যায় সে পরামর্শ পান।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে রুকসানা প্রথম ব্র্যাক থেকে দশ হাজার টাকা ঋণ নেন। নিজ বাড়ির চার পাশে পেঁপে গাছ লাগান। বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করেন। এর পাশাপাশি কিছু হাঁস-মুরগি পালতে থাকেন। স্বামী তাকে নিয়মিত বাড়িতে সবজি চাষাবাদে সহযোগিতা করতে শুরু করেন। কয়েকমাসের মধ্যেই সবজিচাষ থেকে প্রথম আয় আসতে শুরু করে। স্বামীর আয়, তার সঙ্গে মিলিয়ে রুকসানার আয়ে সংসারে সুখের হালকা রং ধরে। রুকসানার ফলানো পেঁপে বিক্রি করে এক বছরের মধ্যেই ব্র্যাকের লোন শোধ হয়।

বাড়ির আঙিনায় বৃহৎ পরিসরে সবজিচাষ শুরু করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় দফায় বিশ হাজার টাকা ঋণ নেন রুকসানা। প্রশিক্ষণ পেয়েছেন-তাই নির্ভয়ে অনেকগুলো হাঁস-মুরগি এবার একত্রে লালনপালন করতে শুরু করেন। দিনমজুরিতে শ্রম ব্যয় না করে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে বাড়িতেই একত্রে কাজ করতে থাকেন। এভাবে ধীরে ধীরে স্বামী-স্ত্রীর পরিশ্রমে, ব্র্যাকের সহজ শর্তে ঋণ ও কিস্তি পরিশোধের সুবিধা, এবং নিয়মিত সমন্বিত পরামর্শের মাধ্যমে রুকসানা আর মোখলেছুরের পরিবারে টাকা-পয়সার অভাব ঘুচে। উন্নীত হয় সামাজিক অবস্থান।

'এখন আমরা স্বাবলম্বী।' হাসিমুখে বললেন রুকসানা। 'ঘরে খাবারের অভাব নেই। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচের জন্য কষ্ট করতে হয় না। এখন আমার প্রায় দুই লক্ষ টাকার সম্পদ আছে। ব্র্যাক অফিসে সঞ্চয় জমা আছে প্রায় বিশ হাজারের মতো। বড়মেয়ে এইচএসসি পরীক্ষার্থী, ছোটো মেয়ে ৪র্থ শ্রেণিতে আর ছেলে ৮ম শ্রেণিতে পড়ে। আমি ওদের সুখের জীবন দেখতে চাই।'

**মোঃ মাহমুদুল হাসান**

কর্মসূচি সংগঠক, ইটনা, কিশোরগঞ্জ, আইডিপি

# হাওরে টেলিমেডিসিনের পরিধি বাড়ছে : প্রত্যন্ত জনপদের নারীদের স্বাস্থ্যসেবায় নির্ভরতা

'আমার জীবনে আজ প্রথম আমি কোনো ডাক্তারের সঙ্গে সরাসরি কথা বললাম। অসুখ-বিসুখ হইলে আমরা মেয়েরা তো হাটে-বাজারে যাইতে পারি না। সন্তানদের বাবারেই বলি, তিনিই আমার জন্যে ভাল-মন্দ ওষুধ এনে দেন। তাতে কখনও ভালো হই, কখনও হই না। এখন আর সেই সমস্যা নেই। নিজেই নিজের যত্ন নিতে শিখছি।' কথাগুলো বলছিলেন হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলার ভিডিও সদস্য শিরিন আক্তার , বয়স ২৬।

এখন কারও মাধ্যম হয়ে নয়-বরং সরাসরি কথা বলে এমবিবিএস নারী ডাক্তারবৃন্দের চিকিৎসা সেবা নিচ্ছেন শিরিন আক্তারের মতো হাওরে বসরাতরত নারীরা। ভিডিওকলে নিরিবিলি কক্ষে আলাপ করছেন মন খুলে, শরীরে দৃশ্যমান সমস্যাগুলোকে দেখাতে পারছেন ডাক্তারকে। আইডিপি-র টেলিমেডিসিন সেবা ইতিবাচক পরিবর্তনের দৃশ্যমান ও হাওরের জন্যে আইডিপি-র সৃজনশীল একটি চর্চা। একজন নারী প্যারামেডিকস ডাক্তার ভিডিওকলে সংযুক্ত এমবিবিএস নারী ডাক্তার এবং রোগী-দুজনকেই নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করছেন। ফলে ইন্টারনেট মোডেম লাগিয়ে ভিডিওকলে সংযোগ করা, স্থানীয় ভাষায় বলা রোগীর কথা সহজ করে ডাক্তারকে বলা, ওষুধ পথ্যের নাম লেখা বা ডাক্তারের পরামর্শ বোঝা-এখন আর কোনো সমস্যাই না। মুখে মুখে আর স্বামী বা অন্য কাউকে দিয়ে নিজের কথা বলিয়ে নয়, বরং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে দুর্গম হাওর এলাকায় বসবাসরত নারীরা এখন সঠিক ওষুধ কিনতে পারছেন।

টেলিমেডিসিন সেবা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নতুন না হলেও, প্রত্যন্ত হাওরাঞ্চলের প্রেক্ষাপটে উৎকৃষ্ট সৃজনশীল ভাবনা। খুব কম গতির ইন্টারনেট ব্যবহার করেও কম খরচে সহজে সাধারণ মানুষকে বিশেষায়িত সেবা দেওয়া যায়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হাওরে টেলিমেডিসিন সেবা। বর্তমানে ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলায় চলছে ন্যূনতম খরচে সর্বোত্তম সেবা প্রদানের পাইলটিং- টেলিমেডিসিন কার্যক্রম।

আগামী দিনগুলোতে হাওর উপজেলাসমূহে টেলিমেডিসিন সেবার পরিধি বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। একইসঙ্গে সেবাদানকারী বিশেষজ্ঞ এমবিবিএস ডাক্তারের সংখ্যা আরো বাড়বে। পাশাপাশি বিদ্যমান এলাকার মতোই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা দিতে নতুন কর্মএলাকায় টেলিমেডিসিন সেবার যাত্রা শুরু হবে।

**মোঃ শহিদুল্লাহ**
সেক্টর স্পেশালিস্ট, এইচএনপিপি ওয়াশ, মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ, আইডিপি

brac

Australian Aid

UKaid from the British people

Strategic Partnership Agreement – Delivering real results together

প্রান্তজন সম্পাদনা পরিষদ উপদেষ্টা: আন্না মিন্জ
সার্বিক সহযোগিতায়: মো. শাহিদুর রহমান ও
শ্যাম সুন্দর সাহা
সম্পাদনা সহযোগিতায়: তাজনীন সুলতানা, কমিউনিকেশনস্
সম্পাদক: খালেদা আক্তার লাবনী

লেখা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যোগাযোগ:
**প্রান্তজন**
আইডিপি কমিউনিকেশনস - ব্র্যাক
ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা ১২১২
ফোন: +৮৮ ০২ ২২২২৮১২৬৫ (এক্স: ৩৭৮২)
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ২২২২৬৩৫৪২

ইমেল: idp.info@brac.net
ভিজিট করুন: www.brac.net/idp
Follow us:
/BRACworld